বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

উপজেলা সমবায় কার্যালয়
খাগড়াছড়ি সদর।
ফোন: ০২৩৩৩৩৪৩৬১০
ওয়েবসাইট: www.cooparative.sadar.khagrachhari.gov.bd
ই-মেইল: tcosadarkhagra@yahoo.com

উপদেষ্টা

মোহাম্মদ জহির উদ্দিন
উপজেলা সমবায় অফিসার
খাগড়াছড়ি সদর।

সম্পাদনা পরিষদ

- শিমুল বড়ুয়া
সহকারী পরিদর্শক
উপজেলা সমবায় কার্যালয়
খাগড়াছড়ি সদর।
- রাজশ্রী দে
সহকারী পরিদর্শক
উপজেলা সমবায় কার্যালয়
খাগড়াছড়ি সদর।

সংকলনে

শিমুল বড়ুয়া
সহকারী পরিদর্শক
উপজেলা সমবায় কার্যালয়
খাগড়াছড়ি সদর।

সার্বিক সহযোগিতায়

রাজশ্রী দে
সহকারী পরিদর্শক
উপজেলা সমবায় কার্যালয়
খাগড়াছড়ি সদর।

প্রকাশকাল

অক্টোবর ২০২৩ খ্রি.

প্রকাশনায় :

উপজেলা সমবায় কার্যালয় খাগড়াছড়ি সদর।

ঠিকানা ঃ

উপজেলা, কলেজ রোড, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা, ডাকঘরঃ খাগড়াছড়ি ৪৪০০
উপজেলাঃ খাগড়াছড়ি সদর, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
ফোন: ০২৩৩৩৩৪৩৬১০
ওয়েবসাইট: www.cooparative.sadar.khagrachhari.gov.bd
ই-মেইল: tcosadarkhagra@yahoo.com

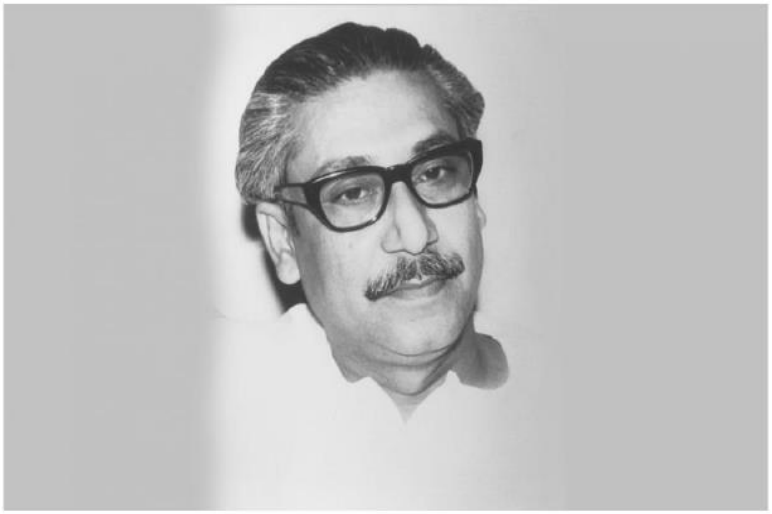

"আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমূখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।"

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"এটা পরীক্ষিত যে বহুমুখী গ্রাম সমবায় আমরা যদি গড়ে তুলতে পারি, বাংলাদেশে কোন দারিদ্র্য থাকবে না।"

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সমবায় সঙ্গীত

কাজী নজরুল ইসলাম

ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত, শিখে যা আয়রে আয়
দুঃখ জয়ের নবীন মন্ত্র সমবায় সমবায়।
ক্ষুধার জ্বালায় মরেছি সুধার কলস থাকিতে ঘরে
দারিদ্র ঋণ অভাবে মরেছি না চিনে পরস্পরে।
মিলিত হইনি, তাই আমাদের দুর্গতি ঘরে ঘরে
সেই দুর্গতি-দূর্গ ভাঙ্গিব সমবেত পদঘায়।
দুঃখ জয়ের নবীন মন্ত্র সমবায় সমবায়।

মিলি পরমাণু পর্বত হয় সিন্ধু বিন্দু মিলে
মানুষ শুধুই মিলিবে না কিরে মিলনের এ নিখিলে।
জগতে ছড়ানো বিপুল শক্তি কুড়াইয়া তিলে তিলে
আমরা গড়িব নতুন পৃথিবী সমবেত মহিমায়।
দুঃখ জয়ের নবীন মন্ত্র সমবায় সমবায়।

দুর্ভিক্ষের, শোষণের আর পেষণের যাঁতাকলে
এক হইনি বলিয়া আমরা মরিয়াছি পলে পলে।
সকল দেশের সকল মানুষ আজি সহস্র দলে
মিলিয়াছি তাই রবে না জগতে প্রবলের অন্যায়।
দুঃখ জয়ের নবীন মন্ত্র সমবায় সমবায়।

উপজেলা সমবায় অফিসার
খাগড়াছড়ি সদর।

দরিদ্র জনগোষ্ঠির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একীভূত করে সমবায় আন্দোলন অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করেছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে সমবায় আন্দোলনের বিকল্প নেই। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর দেশ পূণর্গঠনে সমবায় পদ্ধতিকে বেছে নিয়ে বাংলাদেশের সংবিধানে সমবায়কে সম্পদের মালিকানার ভিত্তিতে দ্বিতীয় খাত হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসে সমবায় সমিতিগুলো গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অর্থনীতির সকল খাতেই আজ সমবায় কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষে এ জেলার ২টি উপজেলায় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা সমবায় গঠনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।এ ধারাবাহিকতায় সমবায়ের মাধ্যমে সমাজের বৈষম্য দুর করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় সুশাসন ও সংস্কারমূলক অংশের তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনায় বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের কার্যক্রম রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হল। প্রতিবেদনটিতে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সমিতির সংখ্যা, ব্যক্তি সদস্য, শেয়ার মূলধন, সঞ্চয় আমানত, গঠিত অন্যান্য তহবিল, গৃহীত ও দাদনকৃত ঋণ, আদায়কৃত ও পরিশোধিত ঋণ, লভ্যাংশ বিতরণ ইত্যাদির পাশাপাশি জেলা সমবায় কার্যালয়, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ বিষয়ে পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে।

যে সকল সহকর্মী বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতির কাজে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাদের অশেষ ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। জয় বাংলা।

(মোহাম্মদ জহির উদ্দিন)
উপজেলা সমবায় অফিসার
খাগড়াছড়ি সদর।

☞সমবায়েরসংক্ষিপ্তইতিহাস :

গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নে সমবায়ের গর্ব করার মত সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্য এবং ইতিহাস রয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডে সমবায় আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। ১৮২১ সালে রবার্ট ওয়েন ইংল্যান্ডের 'নিউ লানার্ক' নামক শহরে ও তার আশেপাশের শ্রমিকদের সংগঠিত করে সমবায় গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। সমবায়ের মাধ্যমে নিজস্ব সঞ্চয় সংগ্রহ করে শ্রমিকরা তাদের ভাগ্যোন্নয়নে ব্রতী হয়। রবার্ট ওয়েনের এ সমবায় কার্যক্রম প্রথম দুই দশকে বেশ সফলতা প্রদর্শন করে। পরে ব্যবস্থাপনার ত্রুটিজনিত কারণে চল্লিশের দশকে এসে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। রবার্ট ওয়েন যেহেতু আধুনিক সমবায়ের কাঠামোগত ভিত রচনা করেছিলেন তাই তাঁকে 'আধুনিক সমবায়ের জনক' (Father of Modern Cooperatives) বলে আখ্যায়িত করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে, আধুনিক সমবায় আন্দোলনের জয়যাত্রা শুরু হয় ১৮৪৪ সালের ১৪ আগস্ট তারিখে ইংল্যান্ডের ম্যানচেষ্টারের নিকটবর্তী রচডেল (Rochdale) নামক একটি ছোট্ট শহরে। রচডেলের মাত্র ২৮ (আটাশ) জন বুদ্ধিমান শ্রমিক আত্ম-প্রত্যয় ও আত্ম-প্রচেষ্টায় স্বাবলম্বী হওয়ার ব্রত নিয়ে প্রতিষ্ঠা করে 'রচডেল অগ্রণীদের সমতাবাদী সমবায় সমিতি।' (Rochdale Pioneers Equitable Cooperative Society)।

রচডেলের পরবর্তীতে ১৮৯৫ সালের আগস্ট মাসে সফলভাবে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করা হয় যার নাম দেওয়া হয় International Cooperative Alliance । উক্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা সমবায়ীদের ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করে। এর পরে স্পেনের বাস্ক প্রদেশে ম্যন্ড্রাগণ সমবায় কর্পোরেশন নামে একটি সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় যা অদ্যবধি সমবায়ের সবচেয়ে সফল উদাহরণের অন্যতম।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতীয় উপ-মহাদেশে প্রথম সমবায় আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। এ সময়ে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করত। কৃষিই ছিল জনগণের জীবিকার একমাত্র উপায়।

১৮৭৫ সালে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই বিদ্রোহের মূলে ছিল কৃষি ঋণের অভাব, মহাজনী ঋণের চক্রবৃদ্ধিজনিত উচ্চ সুদের হার, কৃষকদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র। এ প্রেক্ষিতে ১৯০১ সালে ইন্ডিয়ান ফেমিন কমিশনের সুপারিশ মতে এবং তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জন কর্তৃক গঠিত তিন সদস্য বিশিষ্ট (লর্ড এডওয়ার্ড, স্যার নিকলসন ও ডুপার নিক্স) কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১৯০৪ সালে তদানীন্তন বৃটিশ ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড কার্জন 'সমবায় ঋণদান সমিতি আইন, ১৯০৪' (Cooperative Credit Societies Act-1904) জারী করেন এবং তদানীন্তন ভারত সরকার পুনরায় নতুন করে 'সমবায় সমিতি আইন-১৯১২' (Cooperative Socities Act-1912) জারী করেন। উক্ত আইনে ক্রেডিট ও নন-ক্রেডিট সমবায় সমিতি গঠন এবং সসীম ও অসীম দায় বিশিষ্ট সকল প্রকার সমবায় সমিতি গঠনের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাছাড়া এই আইনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শীর্ষ সমিতি বা ব্যাংক গঠন করার বিধান ও সন্নিবেশ করা হয়। ফলে দেশের সর্বত্র কৃষিক্ষেত্রে ও অকৃষিক্ষেত্রে সসীম ও অসীম দায়-বিশিষ্ট বিভিন্ন প্রকার সমবায় সমিতি গড়ে উঠতে শুরু করে।

ভারতবর্ষের কো-অপারেটিভগুলোর সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের জন্য স্যার এডওয়ার্ড ম্যাকলেগানকে প্রধান করে 'ইমপেরিয়াল কো-অপারেটিভ ইন ইন্ডিয়া' গঠিত হয়। ১৯১৫ সালে ম্যাকলেগান কমিটি সুপারিশ দাখিল করেন। এই কমিটির প্রতিবেদনকে ভারতের জন্য 'সমবায়ের বাইবেল' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

১৯১২ সালের আইনের আওতায় ১৯১৮ সালে 'বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ফেডারেশন গঠনের মাধ্যমে প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়। ১৯২২ সালে তা 'বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ব্যাংক' নাম ধারণ করে।

তৎকালীন ভারত সরকার ১৯১৯ সালে সমবায়কে প্রাদেশিক বিষয়ে পরিণত করে। প্রাদেশিক সরকারের অধীনে একজন সমবায় বিষয়ক মন্ত্রীও নিয়োগ করা হয়। তবে তখনও ১৯১২ সালের সমবায় সমিতি আইন অনুযায়ী সমবায়ের কর্মকান্ড পরিচালিত হয়।

বিশের দশকে পাট ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত সমবায়গুলো এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। এ গুলোর মাধ্যমে 'বিক্রয় ও সরবরাহ সমিতি' এবং 'কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সমিতি' পাট ব্যবসায়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এ গুলোর কেন্দ্রীয় সমিতি 'বেঙ্গল কো-অপারেটিভ হোলসেল সোসাইটি ১৯২৬ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত পাট ব্যবসায়ে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে।

সমবায় আন্দোলনকে পূন:চাঙ্গা করে তোলার লক্ষ্যে প্রাদেশিক সরকার ১৯৪০ সালে 'বঙ্গীয় সমবায় সমিতি আইন-১৯৪০' জারী করে। ১৯৪২ সালে উক্ত আইনের বিশ্লেষণ সহ 'সমবায় নিয়মাবলী-১৯৪২' প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় দেশে দ্রব্যমূল্য অত্যাধিক বেড়ে যায়। ১৯৪৩ সালে প্রদেশব্যাপী দেখা দেয় এক মহা-দুর্ভিক্ষ। অপরদিকে ১৯৪৫ সালে দেশব্যাপী বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন দানা বেধেঁ ওঠে। শুরু হয় সর্বত্র হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা-হাঙ্গামা। ফলে সমবায় আন্দোলন এক বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর সমবায় আন্দোলনে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। পূর্ব পাকিস্তানে তখন ২৬,০০০ এর ও বেশি সমবায় সমিতি বিরাজমান থাকলেও এগুলোর অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। এগুলোর মধ্যে অধিকাংশ সমিতিই পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে অবসায়নে দেয়া হয়।

সরকার ও সমবায়ীদের যৌথ উদ্যোগে ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে সরকার সমবায় সমিতিগুলোর ঋণ কার্যক্রম পূনরায় চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। গ্রামীণ সমিতিগুলোর পরিবর্তে প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। এই ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতিগুলোর মাধ্যমে তখন কৃষকদের সার, বীজ কীটনাশক ডিজেল সরবরাহ করা হতো। রাসায়নিক সার ব্যবহারে সমিতিগুলো তখন জনগণকে উদ্বুদ্ধ করত। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চাষাবাদ ব্যবস্থার প্রচলনে সমিতিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পঞ্চাশের দশকে পূর্ব পাকিস্তান কো-অপারেটিভ জুট মার্কেটিং সোসাইটি ও এর অধীনস্থ পাট ক্রয় সমিতি পাট ব্যবসায়ে আশাতীত সাফল্য অর্জন করে। বিদেশে পাট রপ্তানীতে সমবায় তখন পঞ্চম স্থান অধিকার করে।

১৯৫৮ সালে পাকিস্তান স্টেট ব্যাংক এ অঞ্চলের সমবায়গুলোকে কৃষি ঋণ দেয়া শুরু করে। ষাটের দশকে প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বেশ কয়েকটি সমবায় উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়। ফলে সমবায় আন্দোলনে নতুন উদ্যম ও গতির সঞ্চার হয়।

১৯৫৬ সালে ড. আখতার হামিদ খান প্রায়োগিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কুমিল্লার কোটবাড়ীতে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উদ্যোগে ১৯৬০ সালে কুমিল্লার কোতয়ালী থানায় 'দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতি' চালু করা হয়। গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক সমবায় সমিতি এবং থানা পর্যায়ে কোতয়ালী থানা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ এসোসিয়েশন (KTCCA) গঠন করার মাধ্যমে উক্ত কর্মসূচি চালু করা হয়। ১৯৬৫ সালে 'কুমিল্লা জেলা সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি' (CDIRDP) কুমিল্লা জেলার ২২ টি থানায় চালু করা হয়।

১৯৬০ সালে সমবায় অধিদপ্তর হতে মাসিক 'সমবায়' এবং ইংরেজি ষান্মাসিক 'কো-অপারেশন' পত্রিকাদ্বয়ের প্রকাশনা শুরু হয়। ১৯৬০ সালে ঢাকার গ্রীন রোডে বাংলাদেশ সমবায় কলেজ স্থাপিত হয়।

১৯৬১ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সমবায় ইউনিয়ন) আন্তর্জাতিক মৈত্রী সংস্থার (আইসিএ) সদস্যপদ লাভ করে।

১৯৬২ সালে প্রথমবারের মত 'জাতীয় সমবায় নীতিমালা' গৃহীত ও প্রচারিত হয়। ১৯৬২ সালে বাংলাদেশ সমবায় কলেজ ঢাকার গ্রীন রোড হতে কুমিল্লার কোটবাড়ীতে স্থানান্তর করা হয়।

১৯৭১ সালে 'সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি' (IRDP) চালু করার মাধ্যমে কুমিল্লাস্থ দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির কার্যক্রম প্রদেশব্যাপী ছড়ানোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়। সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির সদর দপ্তর ঢাকায় স্থাপন করে একজন নির্বাহী পরিচালকের অধীনে জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে বেশ কিছু কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ করে উক্ত প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়।

স্বাধীনতার পর সমবায়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে সমবায়কে মালিকানার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। স্বাধীনতার পরপরই বাঙালী জাতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট সন্তান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে দেশের প্রত্যেক ইউনিয়নে ইউনিয়নভিত্তিক বহুমুখী সমবায় সমিতির মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষের কাছে সহজে এবং সুলভ মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য এবং কৃষি উপকরণ পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। তাছাড়া, দেশের প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামে কৃষি সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে কৃষকদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হয়েছিল। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর একটি বক্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য। ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তিনি এক ভাষণে বলেছিলেন ' .....কিন্তু একটা কথা এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি, তাতে গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে জমি নিয়ে যাব। তা নয়। পাঁচ বৎসরের প্লানে বাংলাদেশের পঁয়ষট্টি হাজার গ্রামে একটি করে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে এই কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। এগুলি বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি বেকার, প্রত্যেকটি মানুষ- যে কাজ করতে পারে, তাকেই কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ফার্টিলাইজার যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন

কাউন্সিলে যারা টাউট আছেন তাদেরকে বিদায় দেওয়া হবে .....।' কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট পৃথিবীর এক নিকৃষ্টতম হত্যাকান্ডের মাধ্যমে বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন ঘাতকেরা নস্যাৎ করে দেয়। পট পরিবর্তনের পর বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতায় আসে। তারা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করে নাই। যার ফলে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ইউনিয়ন ভিত্তিক সমবায় সমিতি এবং কৃষি সমবায় সমিতিসমূহের কার্যক্রম অচিরেই মুখ থুবড়ে পড়ে।

অন্যদিকে, সমবায় আন্দোলনে দ্বি-মুখী ধারা প্রবাহিত হয়। একদিকে সমবায় বিভাগ পরিচালিত কার্যক্রম কৃষি ক্ষেত্র ছাড়াও অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়ে। যেমন, মৎস্য চাষ, ইক্ষু চাষ, তাঁত শিল্প, হস্ত শিল্প, দুগ্ধ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদির নাম এখানে উল্লেখ করা যায়। অপরদিকে আইআরডিপি'র দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় কার্যক্রম প্রধানত কৃষি ক্ষেত্রে জোরেসোরে চালু হয়। আইআরডিপি তার মূল প্রকল্পের অধীনে গ্রাম পর্যায়ে কৃষক সমবায় সমিতি এবং থানা পর্যায়ে থানা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ এসোসিয়েশন গঠনের মাধ্যমে পল্লীর জনগণকে সংগঠিত করতে শুরু করে। ১৯৭৩ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের দুধের চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে সমবায়ের ভিত্তিতে দুগ্ধ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি: (মিল্কভিটা) প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৭৫ সালে সমবায় বিভাগ যানবাহন ও পরিবহন সমবায় সমিতি গঠনের দিকে মনোনিবেশ করে। ফলে বাংলাদেশ গণপরিবহন চালক সমবায় সমিতি ও পরে বাংলাদেশ অটো রিকশা চালক সমবায় সমিতি গড়ে ওঠে। আইআরডিপি মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে মহিলা সমবায় সমিতি গঠন শুরু করে।

১৯৮২ সালে সরকার এক অর্ডিনেন্স এর মাধ্যমে আইআরডিপি এর স্থলে 'বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড গঠন করে তাকে একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় পরিণত করে। একই সালে সমবায় বিভাগ 'বাংলাদেশ ট্রাক চালক সমবায় ফেডারেশন' গঠন করে পরিবহন সমবায়ের কার্যক্রম আরও জোরদার করে। ১৯৮৩ সালে সমবায় বিভাগের অধীনে 'বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ হাউজিং ফেডারেশন' গঠনের মাধ্যমে হাউজিং সমবায় সমিতি গঠনের চেষ্টা চালায়।

১৯৮৩ সালে দেশের ১৩ টি বৃহত্তর জেলায় 'পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২' এর কার্যক্রম বিআরডিবি'র মাধ্যমে চালু করা হয়। এর একটি অংশ 'অডিট ক্ষমতা শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পটি সমবায় বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়ন শুরু হয়। বিআরডিবি পরিচালিত সমিতিগুলোর অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য উক্ত প্রকল্পের অধীনে বেশকিছু অডিট কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।

১৯৮৪ সালে বিআরডিবি কর্তৃক 'পল্লী দরিদ্র কর্মসূচি' চালু করা হয়। এর আওতায় গ্রাম পর্যায়ে প্রথমে বিত্তহীন সমবায় সমিতি এবং পরে মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি গঠনের কাজ শুরু করা হয়।

বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪০ সালের পুরাতন বঙ্গীয় সমবায় আইন বাতিল করে 'সমবায় সমিতি অধ্যাদেশ-১৯৮৪' জারী করেন। উহা ১৪ জানুয়ারি ১৯৮৫ তারিখে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হয়।

একই সালে সরকার সমবায় বিভাগের চাকুরি বিসিএস ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ সমবায় কলেজ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়।

১৯৮৭ সালে ২০ জানুয়ারি 'সমবায় সমিতি নিয়মাবলী -১৯৮৭' গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জারী করা হয়। এতে নির্বাচন সংক্রান্ত সমবায়ের নতুন বিধিমালাসহ অনেক বিধি প্রণয়ন ও সংশোধন করা হয়।

১৯৮৯ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবারের মত সমবায় নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়। সমবায় বিভাগের আওতাধীন আটটি আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট উন্নয়ন প্রকল্পটি এ বছরই জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

২০০১ সালে প্রথমবারের মত বাংলায় সমবায় আইন জারী করা হয়। ২০০২ সালে ২০০১ সালের সমবায় আইনের কতিপয় ধারা সংশোধন করে সংশোধিত আইন, ২০০২ জারী করা হয়। সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ ও সংশোধিত আইন ২০০২ এর সমর্থনে ২০০৪ সালে সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ জারী করা হয়। দারিদ্রমুক্ত আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ায় সমবায় উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান এবং গণমুখী সমবায় আন্দোলনের দিকনির্দেশনার প্রয়োজনে ১৯৮৯ সালে প্রণীত সমবায় নীতিমালাকে যুগোপযোগী করে 'জাতীয় সমবায় নীতিমালা-২০১২ প্রণয়ন করা হয়। ২০১৩ সালে সমবায় আইনকে অধিকতর সংশোধন করে সংশোধিত সমবায় আইন, ২০১৩ জারী করা হয় এবং ২০২০ সালে সমবায় সমিতি বিধিমালাকে সংশোধন করে সংশোধিত সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০২০ জারী করা হয়।

এ সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় সমবায় আন্দোলন অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। কৃষি ও ভোগ্য পণ্য উৎপাদন ও বিপণন, মৎস্য চাষ, ইক্ষু চাষ, দুগ্ধ উৎপাদন, প্রকিয়াজতকরণ এবং বিপণন, তাঁত শিল্প, হস্তশিল্প, মৃতশিল্প, চামড়া শিল্প, যানবাহন, আবাসন, মৌচাষ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমবায় সমিতিগুলো বিচরণ করছে। সমবায় গুলো দেশের গন্ডি পেরিয়ে তাদের উৎপাদিত পণ্য এখন বিদেশেও রপ্তানী করছে। দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন সেক্টরে সংগঠিত এ সব সমিতির সংখ্যা বর্তমানে প্রায় এক লক্ষ ৯১ হাজার। দেশের এক কোটি ২২ লক্ষেরও বেশি মানুষ এ সকল সমিতির সদস্য পদ গ্রহণ করে সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করেছে। সমবায় আন্দোলন দেশের একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

☞সমবায়ের সাংবিধানিক ভিত্তি:

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং- ১৩ এ উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বন্টনপ্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এ উদ্দেশ্যে মালিকানা ব্যবস্থা নিম্নরূপ:

ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাস্ট্রয়াত্ব সরকারী খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা।

খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানাগ) ব্যক্তি মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।

☞আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী (আইসিএ) :

আন্তর্জাতিক সমবায় সংস্থা (আইসিএ) হচ্ছে সমবায়ে সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক সমবায় প্রতিষ্ঠান বা সমবায়ীদের আন্তর্জাতিক ফোরাম। লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ব সমবায় সংস্থাটির প্রধান কার্যালয় বর্তমান সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত। ১৯৪৬ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি জাতিসংঘের কনসালটেটিভ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা

লাভ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ২৩০টি সমবায় প্রতিষ্ঠান এর সদস্য। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সমবায় আন্দোলন জোরদার করা এবং সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে এটি সমন্বয়কারী ও অনুঘটকের কাজ করে। সমবায়ের উন্নয়নের জন্য কারিগরী সহায়তা দেয়। আফ্রিকা, এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা এবং পূর্ব ও মধ্য ইউরোপে আইসিএ'র আঞ্চলিক অফিস আছে। আইসিএ জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের সাথে সহযোগিতা করে কাজ করে।

☞আইসিএ কর্তৃক প্রণীত সমবায়ের মূলনীতি সমূহঃ

০১। স্বতঃস্ফূর্ত ও অবাধ সদস্যপদ (Voluntary and open Membership)
০২। সদস্যের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রন (Democratic Member Control)
০৩। সদস্যের আর্থিক অংশ গ্রহন (Member Economic Participation)
০৪। স্বায়ত্ব শাসন ও স্বাধীনতা (Autonomy and Independence)
০৫। শিক্ষা, প্রশিক্ষন ও তথ্য (Education, Training & Information)
০৬। আন্তঃ সমবায় সহযোগিতা (Co-operation among Co-operative)
০৭। সামাজিক অঙ্গীকার (Concern for Community)

☞রূপকল্প (Vision):

টেকসই সমবায়, টেকসই উন্নয়ন

☞অভিলক্ষ্য (Mission):

সমবায়ীদেরসক্ষমতাবৃদ্ধিএবংউদ্যোক্তাসৃষ্টিরমাধ্যমেকৃষি, অকৃষি, আর্থিকওসেবাখাতে টেকসই সমবায় গড়ে তোলা।

☞সমবায় বিভাগের কার্যাবলি (Functions) :

১. সমবায় নীতিতে উদ্বুদ্ধকরণ ও সমবায় গঠন।
২. সমবায় নিরীক্ষা, পরিদর্শন ও তদারকির মাধ্যমে সমিতিগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।
৩. সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ/উচ্চতর প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির মাধমে পেশাগত মান
বৃদ্ধি করা।
৪. সমবায় সদস্যবৃন্দকে প্রায়োগিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মূলধন সৃষ্টি ও আত্ম-কর্মসস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করা।
৫. সমবায় নেটওয়ার্কিং জোরদার করার লক্ষ্যে সমবায় মূল্যবোধের প্রচার, প্রকাশনা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা।
৬. পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধন সৃষ্টি এবং সমবায় ভিত্তিক ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।
৭. সমবায় ভিত্তিক প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।
৮. সমবায় পণ্য ব্রান্ডিং ও বাজার সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা।
৯. অভিলক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় নীতিমালা, উন্নয়ন কর্মসূচি এবং উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

☞উপজেলা সমবায় কার্যালয়, খাগড়াছড়ি সদর এর পরিসংখ্যান

সবুজ শ্যামল প্রাকৃতিক অপরূপ সৌন্দর্যের লীলা ভূমি পর্যটন শহর খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা। চেঙ্গী নদী বিধৌত খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় রয়েছে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অপূর্ব মেল-বন্ধন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশ

সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়াধীন সমবায় অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রনে জেলা সমবায় দপ্তর, খাগড়াছড়িএর সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। পার্বত্য জেলা সমূহে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর জেলা পরিষদের অধীনস্ত হওয়ার কারণে ১৯৯২ সালে জেলা সমবায় বিভাগ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়। ফলে জেলা সমবায় কার্যালয়ের সকল কার্যক্রম পরিষদের সাথে সমন্বয় রেখে পরিচালিত হয়।

☞জনবল ও কর্মী প্রশাসন (উপজেলা সমবায় কার্যালয়, খাগড়াছড়ি সদর) ঃ(১৫আক্টোবর'২০২৩খ্রিঃ তারিখে)

ক্রমিক নং	জেলা/উপজেলা	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত	শূন্য পদ	মন্তব্য
০১	উপজেলা সমবায় কার্যালয় খাগড়াছড়ি সদর	০৫	০৪	০১	উপজেলা সমবায় অফিসার-০১ জন, সহকারী পরিদর্শক - ০২ জন,অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-০০ জন,অফিস সহায়ক-০১ জন।
	সর্বমোট =	০৫	০৪	০১	

☞মোট সমিতির সংখ্যা ঃ (কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক) ১৫ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত।

সাধারণ (সমবায় বিভাগ ভূক্ত)		পউবো (বি,আর,ডি,বি ভূক্ত)		মোট		সর্বমোট
কেন্দ্রিয়	প্রাথমিক	কেন্দ্রিয়	প্রাথমিক	কেন্দ্রিয়	প্রাথমিক	৩১৮ টি
নাই	২৩০ টি	০১ টি	৮৮ টি	৯১টি	৩১৮ টি	

☞মোট সদস্য সংখ্যা (১৫ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত)ঃ

সাধারণ (সমবায় বিভাগ ভূক্ত)		পউবো (বি,আর,ডি,বি ভূক্ত)		মোট	
কেন্দ্রিয়	প্রাথমিক	কেন্দ্রিয়	প্রাথমিক	কেন্দ্রিয়	প্রাথমিক
----	১৪৬৪২জন	৮৮টি	১৬২০ জন	৮৮টি	১৬২৬২ জন

☞অডিট সংক্রান্ত তথ্য ঃ (০১/০৭/২০২৩খ্রি. হতে ১৫/১০/২০২৩) খ্রি.পর্যন্ত।

অডিটযোগ্য সমিতির সংখ্যা সবি (কেন্দ্রীয়)	অডিটকৃত সমিতির সংখ্যা সবি (কেন্দ্রীয়)	অডিটযোগ্য সমিতির সংখ্যা সবি (প্রাথমিক)	অডিটকৃত সমিতির সংখ্যা সবি (প্রাথমিক)
--	---	৮৮ টি	৩১ টি
অডিটযোগ্য সমিতির সংখ্যা বিআরডিবি (কেন্দ্রীয়)	অডিটকৃত সমিতির সংখ্যা বিআরডিবি (কেন্দ্রীয়)	অডিটযোগ্য সমিতির সংখ্যা বিআরডিবি (প্রাথমিক)	অডিটকৃত সমিতির সংখ্যা বিআরডিবি (প্রাথমিক)
৯টি	অডিট হয়নি	৮৮	অডিট হয়নি

☞অডিট পর্যালোচনা সংক্রান্ত তথ্য ঃ (০১/০৭/২০২৩খ্রি. হতে ১৫/১০/২০২৩) খ্রি.পর্যন্ত।

পর্যালোচনার সংখ্যা (কেন্দ্রীয়)	পর্যালোচনার সংখ্যা (প্রাথমিক)	মন্তব্য
০	০৫ টি	পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে কারণ দর্শানো পূর্বক শুনানী গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট সমিতি সমূহ পর্যালোচনা প্রক্রিয়াধীন আছে।

☞কর্মসংস্থান সৃষ্টি ঃ ১৫/১০/২০২৩ খ্রি.পর্যন্ত।

সাধারণ (সমবায় বিভাগ ভূক্ত)				
সরাসরি	নিজস্ব প্রকল্পে কর্মরত	সমিতির সহায়তায় সৃষ্ট প্রকল্পে কর্মরত	সমিতির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান	মোট
১২৪ জন	১১৩ জন	০ জন	৫২০ জন	৭৫৭জন

☞ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ঃ (০১/০৭/২০২৩ খ্রি. হতে ১৫/১০/২০২৩) খ্রি. পর্যন্ত।

ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ টিম কর্তৃক প্রশিক্ষণ		আঞ্চলিক সমবায় ইনিস্টিটিউট এ প্রশিক্ষণ		বাংলাদেশ সমবায় একাডেমীতে প্রশিক্ষণ		মডেল প্রশিক্ষণ	
কোর্স সংখ্যা	সমবায়ীর সংখ্যা	কর্মকর্তা	সমবায়ী	কর্মকর্তা	সমবায়ী	প্রশিক্ষণের সংখ্যা	সমবায়ী
০টি	-	-	-	-	৪	০	০

☞অডিট ফি ঃ (০১/০৭/২০২৩ খ্রি. হতে ১৫/১০/২০২৩) খ্রি. পর্যন্ত।

(২০২১-২০২২)								
ধার্যকৃত			আদায়কৃত			আদায়ের হার		
কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট
	৫৯৭৫০	৫৯৭৫০	০	৫৯৭৫০	৫৯৭৫০	---	১০০%	১০০%

☞সমবায় উন্নয়ন তহবিল ঃ ০১/০৭/২০২৩ খ্রি. হতে ১৫/১০/২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত।

(২০২১-২০২২)								
ধার্যকৃত			আদায়কৃত			আদায়ের হার		
কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট
--	৯৪৬৭৭	৯৪৬৭৭	--	৯৪৬৭৭	৯৪৬৭৭	১০০%	১০০%	১০০%

দ☞ প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ (১৫ অক্টোবর, ২০২৩ ইং পর্যন্ত)।

☞ পানি ব্যবস্থাপনা ঃ- ০১/০৭/২০২৩ খ্রি. হতে ১৫/১০/২০২৩খ্রি. পর্যন্ত।

(ক) সমিতি সংখ্যা = ০১ টি ঃ ০১ টি।
(খ) মোট শেয়ার = ঃ ৪৩৪৪০/- টাকা।
(গ) সঞ্চয় আমানত= ঃ ১১০৪০০/- টাকা।
(ঘ) সদস্য সংখ্যা = ঃ ২৬৮/- জন।
(ঙ) সমিতির মোট কার্যকরী মূলধন = ঃ ৫,৯২,৭৫৯/- টাকা।
(চ) মোট উপকার ভোগীর সংখ্যা = ঃ প্রত্যক্ষ- ২৬৮জন, পরোক্ষ- ৮০০জন।

☞ সিআইজি (ফসল, মৎস্য ও প্রানীজ) ঃ- ১৫/১০/২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত।

(ক) সমিতি সংখ্যা ঃ ৭৩ টি।
(খ) মোট শেয়ার = ঃ ৩,৫০,০০০/-টাকা।
(গ) সঞ্চয় আমানত= ঃ ৩,৫০,০০০/- টাকা।
(ঘ) সদস্য সংখ্যা = ঃ ২,০০০ জন।
(ঙ) সমিতির মোট কার্যকরী মূলধন = ঃ ৭,০০,০০০/- টাকা।

☞ সিভিডিবি ঃ- ১৫/১০/২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত।

(ক) সমিতি সংখ্যা ঃ
(খ) মোট শেয়ার = ঃ
(গ) সঞ্চয় আমানত= ঃ
(ঘ) সদস্য সংখ্যা = ঃ
(ঙ) সমিতির মোট কার্যকরী মূলধন = ঃ

☞খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক ঘূর্ণায়মান তহবিলের ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত তথ্যঃ

জেলা সমবায় বিভাগ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের ন্যস্ত বিভাগ গুলোর মধ্যে অন্যতম একটি বিভাগ। এ বিভাগের যাবতীয় কার্যক্রম পরিষদের নিয়ন্ত্রনাধীন হওয়াতে ন্যস্ত অন্যান্য বিভাগের সাথে সকল কাজ সমন্বয় করে পরিচালিত হয়। খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ হতে ঘূর্ণায়মান ঋণ হিসেবে জেলা সমবায় বিভাগকে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয়। উক্ত টাকা গত ১০ বৎসরে বিভিন্ন উপজেলার ১২টি সমবায় সমিতিকে পরিষদ কর্তৃক প্রণীত ঘূর্ণায়মান ঋণ নীতিমালা মোতাবেক প্রদান ও আদায় কার্যক্রম অব্যাহত আছে। উক্ত ঋণের সুবিধাভোগী হিসেবে ৮২টি পরিবার আর্থিক ভাবে উপকৃত হয়ে অনেকের কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই ঋণের মাধ্যমে সমিতির সদস্য সমূহ গরু-ছাগল, হাঁস মুরগী পালন, মৎস্য চাষ, ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প, সব্জি চাষ, ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ করে প্রায় ১১২ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্ঠি হয়েছে।

☞খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার কয়েকটি সফল সমবায় সমিতি তথ্যাবলী ঃ

(ক) খাগড়াছড়ি সড়ক পরিবহন চালক সমবায় সমিতি লিঃ

নিবন্ধন নং ও তারিখ	ঃ	মূল-(ক)০৩(খাগড়া); ১১/০৪/১৯৮৫ খ্রি. (খ) সংশোধিত নং- ৩৯; ১৯/৭/১৯৯৪ খ্রিঃ ও (গ) সংশোধিত নং-৩/৩৯/১(১); ০৩/৮/১৯৯৭ খ্রিঃ
ঠিকানা	ঃ	পৌর বাস টার্মিনাল, খাগড়াছড়ি।
বর্তমান সদস্য সংখ্যা	ঃ	৪৮১ জন
অনুমোদিত শেয়ার মূলধন	ঃ	১,০০,০০,০০০/- টাকা
আদায়কৃত শেয়ার মূলধন	ঃ	৫,৮৮,০০০/- টাকা
আদায়কৃত সঞ্চয়	ঃ	২৭৩৮৩৭০/- টাকা
৮টি ট্রাক গাড়ীর মূল্য	ঃ	২২৩৫৮২৮৯/- টাকা
জমির মূল্য	ঃ	৬৯৩৬৩১৪/- টাকা(বুক ভ্যালু); বর্তমান বাজার মূল্যঃ ১০ কোটি
২০২২-২৩ সনে কল্যান তহবিল হতে সাহায্য	ঃ	২১১৬১০৭৪/- টাকা
নিজস্ব ভবনের মূল্য	ঃ	খাগড়াছড়ি পৌর বাস টার্মিনাল দ্বি-তল ভবন-১টি যার বর্তমান বাজার ৫০ (পঁঞ্চাশ) কোটি টাকা।
সংরক্ষিত তহবিল	ঃ	১৬,৬০,৮৭৯/- টাকা
কল্যাণ তহবিল	ঃ	২,১১,৬১,০৪৭/- টাকা
বন্টনযোগ্য লাভ	ঃ	২৪,৬৮,৯৯৭/- টাকা
কার্যকরী মূলধন	ঃ	২,৩৪,০৯,৯৫৩/- টাকা
সামাজিক ও মানবিক সাহায্য		২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে সমিতি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে যেমন, মন্দির, মসজিদ, কিয়াং, বিবাহ অনুষ্ঠান, শিক্ষাবৃত্তি, খেলাধুলা, চিকিৎসা অনুদান, মৃত সদস্য পরিবারের মাঝে আর্থিক অনুদান ইত্যাদি বাবদ মোট ৫০,০০,০০০/- টাকা ব্যয় করেছে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ ১৯৯৫খ্রিঃ সনে জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার প্রাপ্ত একটি সফল সমবায়

		সমিতি।

(খ) খাগড়াছড়ি কাঠ ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ (৩০/৬/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে)

নিবন্ধন নং ও তারিখ	ঃ	মূল-৪১৯/খাগড়া; ২০/০২/২০১১ খ্রি. সংশোধিত নং- ২৬/২০(খাগড়া); ১৮/১০/২০২০খ্রিঃ
ঠিকানা	ঃ	শান্তিনগর, কলেজ রোড, খাগড়াছড়ি।
বর্তমান সদস্য সংখ্যা	ঃ	১৬৫ জন।
অনুমোদিত শেয়ার মূলধন	ঃ	৫,০০,০০,০০০/- (পাঁচ কোটি) টাকা
আদায়কৃত শেয়ার মূলধন	ঃ	১,৭৬,৩৩,৬০০/- টাকা
আদায়কৃত সঞ্চয়	ঃ	৮,৮৮,০৫০/- টাকা
ব্যাংক □□□□তির পরিমাণ	ঃ	৭৭,৯১,১২২/- টাকা
জমির মূল্য	ঃ	৪০,০০,০০০/- টাকা
নিজস্ব ভবনের মূল্য	ঃ	৪,৭৭,৯৯,১৯৩/- টাকা
বাগানে বিনিয়োগের পরিমান	ঃ	১১,৪৬,৮৯৫/- টাকা
আলুটিলা পর্যটন পার্ক এ বিনিয়োগের পরিমান	ঃ	৫২,৩৭,৪০০/- টাকা
সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ	ঃ	৩১,১৭,৫৩৭/- টাকা
উন্নয়ন তহবিলের পরিমাণ	ঃ	৩,৩২,০৯,৬২৫/- টাকা
বন্টনযোগ্য লাভের পরিমাণ	ঃ	২৫,৪৭,০৯৮/৫১ টাকা
২০২২-২৩ সনে বিতরণকৃত লাভের পরিমান	ঃ	৬,৯৫,৪৪০/- টাকা
২০২২-২৩ অর্থবছরে জীবিত ফান্ড, চিকিৎসা খাটে ও সদস্যদের বোনাস বাবদ প্রদান	ঃ	৩,৩০,৪০০/- টাকা
কার্যকরী মূলধন	ঃ	৫,৯৯,২৯,৬৮৩/- টাকা
কর্মকর্তা কর্মচারীর সংখ্যা	ঃ	০৭ জন

(গ) কমলছড়ি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

কমলছড়ি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বেতছড়িমুখ, ডাক-খাগড়াছড়ি, উপজেলা-খাগড়াছড়ি সদর, জেলা-খাগড়াছড়ি পাবর্ত্য জেলা।
স্থাপিত-১১/০২ /২০১১, নিবন্ধন নং-৪৬/১৮(খাগড়া) তারিখ- ১২/০৬/২০১৮ খ্রি:,
সংশোধিত রেজি নং; ৪৬/১৮(১) (খাগড়া), তারিখ-২৪/১১/২০১৯ □□□□ :
কাল্‌ব সদস্য নং-৮১৭, তারিখ-১৮/০৪/২০১৯ খ্রি:
যোগাযোগঃ ০১৫৭৫০৬১৪৫৮ Email-
প্রতিষ্ঠাতাঃ মি.সাগরময় তালুকদার

সূচনাঃ

কমলছড়ি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ (একটি নিবন্ধিত সমবায় সমিতি) ২০১৮ সালে ১২ই জুন মাসে মি.সাগরময় তালুকদার ২০ জন সদস্য নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন। খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় বসবাসরত সকল সম্প্রদায়কে কর্ম এলাকা নির্ধারণ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি সৃষ্টি করে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন তথা অর্থনৈতিক মুক্তির মহান ব্রত নিয়ে কমলছড়ি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড পথ চলা শুরু।

ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার সারসংক্ষেপ ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা ঃ

মি.সাগরময় তালুকদার ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠনের জন্য বেতছড়িমুখ, পুরো গ্রামবাসীকে ১২ই জুন ২০১৮ খ্রিঃ অপরাহ্নে মি.সাগরময় তালুকদার উঠানে সভার আহব্বান করা হলেও মাত্র ২০ জন পুরুষ ও মহিলা উপস্থিত হয়। সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আহব্বানের কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, সমবায়ের অর্থ এক সাথে বা এক যোগে কাজ করা। সমতার ভিত্তিতে পরস্পরের প্রতি একই নীতিতে মিলিতভাবে কোন কার্যক্রম পরিচালনা করা। সমবায়ের মাধ্যমে মানুষ তাদের নিজ নিজ পুঁজি, উপকরণ, শ্রম এবং উদ্যোগ একত্রিত করে নিজেদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য এক যোগে প্রচেষ্টাই হলো সমবায়। আর ক্রেডিট ইউনিয়ন এমন একটি আর্থ-সামাজিক সমবায় প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে স্বল্প আয়ের সকল শ্রেণীর দরিদ্র জনগোষ্ঠী একত্রিত ও সুসংগঠিত হতে সক্ষম। সারা বিশ্বে, সমাজে, গোত্রে, জনগোষ্ঠী বিভিন্ন অবস্থায়, পরিবেশ এবং দৃঢ়তায় ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে ক্রেডিট ইউনিয়ন পরিচালিত হয় । এই ক্রেডিট ইউনিয়ন কোন মাল্টিপারপাস বা এনজিও সংস্থার মত নির্দিষ্ট মালিকানার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ক্রেডিট ইউনিয়নের সকল সদস্যগণই এর মালিক, শাসনকর্তা, পরিচালক এবং রক্ষক।

তিনি আরও বলেন, আমাদের আর পিছনে ফেরার কোন সুযোগ নেই। উপস্থিত জনদের অধিকাংশই কোন না কোন ভাবে ঋণ গ্রস্ত হয়ে জীবনের অনেক সময় সহায় সম্বল হারিয়েছেন, না পেরেছেন সঞ্চয় করতে, না পেরেছেন জীবন মান উন্নয়ন করতে। আর কতকাল গ্রামীণ রক্ত চোষা মহাজনী ফাঁদে পরে সর্বস্ব হারাবেন? আমরা যদি সুন্দর ও সুষ্ঠ পরিকল্পনা করি; একটু কষ্ট সহিষ্ণু হই আর মহাজনী ঋণ খপ্পরে পড়তে হবে না। নিজেদেরকে আত্মনির্ভরশীল হতে হলে সঞ্চয়ের কোন বিকল্প নাই। একা গড়ে না কেউ, 'গড়ে অনেকে মিলে' এই বাক্যটি যদি আমরা বিশ্বাস করি আমাদের প্রয়োজন একত্রিত হওয়া, সংঘবদ্ধ হওয়া। তাই আসুন আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে সকলের সঞ্চিত অর্থ একত্রিত করে ব্যবহারের জন্য একটি সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করি। এই সমবায় সমিতির মাধ্যমে আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন আসবে। কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন বা সমবায় সমিতি একটি আন্দোলন। এই আন্দোলন বিশ্বব্যাপী যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরীক্ষিত মাধ্যম হিসেবে ক্রেডিট ইউনিয়ন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে তা আজ সারা বিশ্ব মানুষের স্বীকৃত।

মি.সাগরময় তালুকদার এই আহব্বানে ১২ই জুন ২০১৮ খ্রিঃ বেতছড়িমুখ গ্রামের দরিদ্র পীড়িত মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং এনজিও ও গ্রামীণ উচ্চ সুদখোর মহাজনী প্রথা উচ্ছেদ করে নিজেদের সঞ্চিত অর্থে আত্ম নির্ভরশীল করার লক্ষ্যে খাগড়াছড়ি সদর ইউনিয়নে বসবাসরত সকল সম্প্রদায়কে কর্ম এলাকা করে মাত্র ২০ জন সদস্যের ৩২০ টাকা শেয়ার, সঞ্চয় ও ভর্তি ফিঃ দিয়ে বেতছড়িমুখ ক্রেডিট ইউনিয়ন' নামে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান সূচনা করেন।

পরবর্তীতে ২০১৮ খ্রিঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর সমবায় মন্ত্রনালয় এর নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবনা করার সময় 'কমলছড়ি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ (এমসিসিইউএল) নাম পরিবর্তন করে সমগ্র খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার বসবাসরত সকল সম্প্রাদায়কে কর্মএলাকায় অর্ন্তভূক্ত করা হয় এবং বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত ক্রেডিট ইউনিয়নের জাতীয় কেন্দ্রীয় সংগঠন 'দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদশ লিঃ (কাল্‌ব)' এর অর্ন্তভূক্তি ও সহযোগী এবং পূর্ণসদস্য পদ লাভ করেন, যাহা পূর্ণ সদস্য নং-৮১৭। বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছেন (নিবন্ধন নং-৪৬/১৮(খাগড়া), তারিখ-১২/৬/২০১৮) , কর্মএলাকা বৃদ্ধিসহ উপ-আইন সংশোধন করে পূণ রেজি নং-নিবন্ধন নং-৪৬(১)(খাগড়া)

তারিখ-২৪/১১/২০১৯ ও এবং জনগোষ্ঠীর জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠায় তাদের চাহিদা পরিপ্রেক্ষিতে আবারও কর্মএলাকা বৃদ্ধিসহ কিছু কিছু ধারা উপ-আইন সংশোধন করে পূণ রেজিস্ট্রেশন করা হয় যা। বর্তমান ক্রেডিট ইউনিয়নটি কর্মএলাকা; সমগ্র খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় বসবাসরত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বর্তমানে ক্রেডিট ইউনিয়নে সুষ্ঠ আর্থিক হিসাব সংরক্ষণের জন্য Credit Union Business Information Sulutions (CUBIS) সফ্টওয়ারের মাধ্যমে হিসাব সংরক্ষণ করার হয়।

যার সার্বিক অনুপ্রেরণা ছিলঃ

কারিতাস বাংলাদেশ চট্টগ্রাম এর সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের-খাগড়াছড়ি প্রকল্পের সকল কর্মকর্তা, কারিতাস ডেভলাপমেন্ট ইনস্টিটিউট (সিডিআই) ও কাল্ব জেলা ব্যবস্থাপক মি.সাগরময় তালুকদার তাঁর পরামর্শ এবং অনুপ্রেরণায় কমলছড়ি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ প্রতিষ্ঠিত। তাদের উৎসাহ ও প্রেরণার ফলশ্রুতিতে আজ শত শত মানুষ অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের পতাকাতলে আসার সুযোগ হয়েছে।

প্রতিষ্ঠালগ্নে যাদের শ্রম এবং সার্বিক সহযোগিতা ছিলঃ

মি.সাগরময় তালুকদার (প্রতিষ্ঠাতা), মি. সুনীতি রঞ্জন খীসা, মি.সুইনু মারমা, মি.রিতা ত্রিপুরা, মি.অরিন্দম চাকমা,মি.পাইক্রই মারমা।

দি মারমা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের মনোগ্রামের ব্যাখ্যা নিম্ন রূপ ঃ

মনোগ্রাম একটি মাটির ব্যাংক দেখানো হয়েছে। এই মাটির ব্যাংক সঞ্চয় নিদের্শ করে। সদস্যরা যেন সঞ্চয়ী মনোভাবাপন্ন হয়। ব্যাংকের উপরে মধ্যখানে শ্বেত কবুতর মানে শান্তির প্রতীক। সমবায়-সম্প্রীতির মাধ্যমে মারমা জনগোষ্ঠীর আদর্শ জীবন যাত্রার উত্তম পন্থা এবং ক্রেডিট ইউনিয়নের সকল সদস্যদের অভিষ্ট লক্ষ্য নিদের্শ করে। সবুজ পাতার বেষ্টনী হচ্ছে চির তারুণ্যের প্রতীক। ব্যাংকের মধ্যখানে কমলছড়ি কো-অপারেটিব ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ' সংক্ষিপ্ত রূপ **MCCUL** ব্যবহারের মাধ্যমে এই ক্রেডিট ইউনিয়নের নিদির্ষ্ট মনোগ্রামে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

ভিষণ বা স্বপ্নঃ "টেকসই ক্রেডিট ইউনিয়ন"।

মিশন বা উদ্দেশ্যঃ "সকল জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য গুনগত সেবা নিশ্চিতকরন"।

আমাদের মূল্যবোধ সমূহঃ

দলীয় উদ্যোগ, শ্রদ্ধা, জবাবদিহিতা,ন্যায়পরায়নতা, নতুনের প্রবতর্ন, উৎকর্ষতা, প্রেষণা/প্রেরণা, গভীর আগ্রহ, নারী পুরুষ সমতা ও জনগোষ্ঠীর সম্প্রীতি।

দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনাঃ

ক) ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্য/সদস্যাদের উন্নয়নমূলক শিক্ষা/প্রশিক্ষণ দান এবং সদস্য/সদস্যাদেরকে মিতব্যয়ীতার সুফল শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে সঞ্চয়ী হতে উদ্বুদ্ধ করা এবং সঞ্চয়ের মাধ্যমে তহবিল গঠন।

খ) সদস্য/সদস্যাদের সঞ্চয় দ্বারা গঠিত তহবিল সদস্য-সদস্যাদের প্রয়োজনে উন্নয়ন খাতে ঋণ হিসাবে বিতরণ করে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করা।

গ) শিশু-কিশোরদের মধ্যে সঞ্চয় মনোবৃত্তি গড়ে তোলা।

ঘ) সদস্য-সদস্যাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আইনানুগ উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন খাতে প্রযোজনীয় ঋণ সেবা প্রদান করা।

ঙ) সদস্য/সদস্যাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যে কোন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অর্থায়ন এবং সদস্য/সদস্যাদের জন্য গৃহীত উন্নয়নমূলক প্রকল্পে অর্থায়ন এবং টেকসই সমবায় সংগঠন গঠনের লক্ষ্যে এককভাবে বা শীর্ষ সংগঠন কাল্ব এর সহযোগিতায় যৌথভাবে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

চ) সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে স্বাবলম্বন ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি সাধন করা।

ছ) সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে সহযোগিতা করা।

২.

ব্যবস্থাপনাঃ কমলছড়ি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ সমবায় সমিতি আইন-২০০১, বিধি-২০০৪, ক্রেডিট ইউনিয়নের উপ-আইন ও নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হয়। আইন, বিধি ও উপ-আইন অনুযায়ী প্রতি তিন বছর পর পর ব্যবস্থাপনা কমিটি এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ছয় জন কর্মকর্তা নিয়ে কমিটি গঠিত হয়। এদের মধ্যে সভাপতি ১জন, সহ-সভাপতি ১জন, সাধারণ সম্পাদক ১জন, কোষাধ্যক্ষ ১জন ও ২জন সদস্য। ক্রেডিট ইউনিয়নের কার্যক্রম সুন্দর, সুষ্ঠু ও সচ্ছ ভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটির একাধিক উপ-কমিটি গঠন করেছে। অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নে তিন সদস্য বিশিষ্ট ঋণদান কমিটি, তিন সদস্য বিশিষ্ট পর্যবেক্ষণ/অডিট কমিটি, তিন সদস্য বিশিষ্ট ক্রয় কমিটি ও ১১ সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষা কমিটি। ক্রেডিট ইউনিয়নের বর্তমানে ১৯ জন স্থায়ী ও ১জন অস্থায়ী কর্মী রয়েছে। সমিতির নিজস্ব এক তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন রয়েছে এবং সমিতি নামীয় ৭৫ শতক জমি রয়েছে।

কর্মসংস্থানঃ কমলছড়ি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিডেট এর দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ক্রেডিট ইউনিয়নে সরাসরি কর্মসংস্থান ২০ জন (কর্মচারী), মোটরসাইকেল (রাইড

শেয়ার) ১৫৩ জন, সিএনজি ৬ জন, জীপ গাড়ী ২ জন, পাওয়া টিলা (কৃষি যন্ত্র) ১৭ জন, ইজিবাইক ৫৯ জন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও এই ক্রেডিট ইউনিয়নের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ১৩৫০০ জন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

মানবিক সহযোগিতাঃ

সকলে তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে এই নীতিকে ধারন করে এই ক্রেডিট ইউনিয়ন মানবিক সহযোগিতা করে থাকেন।

১) প্রসুতি মায়ের চিকিৎসা ও পুষ্টিকর খাবার ক্রয় এবং প্রসবকালীন উন্নত চিকিৎসার জন্য যাতায়াত ব্যয় বাবদ এককালীন আর্থিক সহায়তা
২) জটিল ও দূরারোগ্য চিকিৎসা এবং দূর্ঘটনা চিকিৎসার আর্থিক সহায়তা।
৩) অগ্নিদূর্ঘতদের ত্রাণ সহায়তা
৪) মৃত সৎকার এর জন্য এককালীন আর্থিক সহায়তা
৫) দূযোর্গকালীন আর্থিক ও ত্রান সহায়তা।
৬) কোভিড'১৯ চলাকালীন খাবার ও বিনামূল্যে টিকা রেজিঃ করে দেওয়া ইত্যাদি
৭) বিনামূল্যে রক্তগ্রুপ নির্ণয় ও রক্তদানের সহযোগিতা
৮) জনগোষ্ঠীর শিক্ষামান উন্নয়নের জন্য শিক্ষা সেমিনার ও বিভিন্ন বিশ্ব বিদ্যালয়ে ভর্তির আর্থিক সহায়তা

বর্তমান ক্রেডিট ইউনিয়নের সার্বিক চিত্র-(সেপ্টেম্বর'২০২৩ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকা	বিবরণ	জন/হিসাব সংখ্যা
১	শেয়ার	৩৮,৪৮,৬৬০.০০	সাধারণ সদস্য	১৪৮১
২	সাধারণ সঞ্চয়	১,২৭,০৭,৮৯৩.০০	উৎসব সদস্য	৫৮
৩	উৎসব সঞ্চয়	১৫,৮৩,৮০৪.০০	প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য	০৪
৪	প্রাতিষ্ঠানিক সঞ্চয়	১,৯৫,১৯৫.০০	কেপিএফ সদস্য	৪৫
৫	পিএফ	৭৬,৪০০.০০	স্থায়ী আমানত সদস্য	০৪
৬	স্থায়ী আমানত	১৪,৪০,০০০.০০	দ্বিগুণ আমানত সদস্য	৩
৭	দ্বিগুণ আমানত	৮,৫০,০০০.০০	মাসিক মুনাফা সদস্য	৫
৮	মাসিক সঞ্চয় মুনাফা	.০০	ত্রৈ-মাসিক মুনাফা সদস্য	৭৯
৯	ত্রৈমাসিক মুনাফা সঞ্চয়	.০০		
১০	শিশু সঞ্চয়	১৫৮৩৮০৪.০০		
১১	কেপিএস আমানত	২১,৮৩,০০০.০০		
১২	তহবিল (সকল)	৬৭৭৭৭.০০		
১৩	অন্যান্য	.০০		
	মোট=	২৪৫৩৬৫৩৩.০০		**১৬৭৯**

কমলছড়ি কো-অপাঃ ক্রেডিট ইউনিয়নের এজিএম অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র

(ঘ) এ জেলার অন্যান্য সফল সমবায় সমিতির তালিকা

সমবায় সমিতির নাম, রেজিঃ নং ও তারিখ	সমিতির ঠিকাণা	সদস্য সংখ্যা	সমিতির কার্যকরী মূলধন	সমিতির স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ
১। কমলছড়ি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, রেজিঃ নং-৪৬/১৮(খাগড়া); তাং-১২/৬/২০১৮খ্রিঃ	গ্রাম-বেতছড়ি, কমলছড়ি, খাগড়াছড়ি।	১৪৮১ জন	৫,৯৯,২৯,৬৮৩/- টাকা	৪০,০০,০০০/- টাকা

☞প্রশিক্ষণ :

মানব সম্পদ উন্নয়নে জেলা সমবায় কার্যালয়, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এই বিভাগের মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও ১টি আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, ফেনী, চট্টগ্রাম এর মাধ্যমে জেলা সমবায় কার্যালয়, বান্দরবান এর অধীনস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সমবায়ীদের সমবায় ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। নিম্নে কয়েকটি প্রশিক্ষণ আয়োজনের স্থিরচিত্র প্রদর্শন করা হলো।

গরু মোটাতাজাকরন বিষয়ে প্রশিক্ষণের স্থিরচিত্র

অডিটের গুনগতমাণ বৃদ্ধির বিষয়ে প্রশিক্ষণের স্থিরচিত্র

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

সমবায়ই মুক্তি
৮ম বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২২খ্রি.
তারিখঃ
২৫শে নভেম্বর ২০২২খ্রি.

ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির রজত জয়ন্তী উদযাপন-২০২২
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আয়োজিত
বর্ণাঢ্য র‍্যালি
২ ডিসেম্বর ২০২২
অংশগ্রহণে: জেলা সমবায় কার্যালয়, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

র

সমাধান ঃ-

ক) বিভাগীয় কাজের ব্যাপকতা ও গতিশীলতা আনয়নে উপজেলা সমবায় কার্যালয়ে বিদ্যমান ০৫টি পদের বিপরীতে আরও ২টি পদ সৃজন আবশ্যক। এক্ষেত্রে পরিদর্শক পদমর্যাদার ০১ জনকে সহকারী উপজেলা সমবায় অফিসার এবং ০২ জন সহকারী পরিদর্শক এর স্থলে ০৩ জন সহকারী পরিদর্শক পদ সৃজন করা যেতে পারে। তাছাড়াও শূণ্য পদের বিপরীতে নিযোগ প্রদান করা অতিআবশ্যক।

খ) বিভিন্ন দপ্তরের প্রকল্প সমর্থনপুষ্ট "অনানুষ্ঠানিক দল" এর ন্যায় সমবায় সমিতিগুলোতে সরকারী আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হলে সমবায় সমিতিগুলোর আর্থিক দূর্বলতা হ্রাস পাবে এছাড়া সমবায় সমিতিগুলো টেকসই হবে এবং দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

গ) সমবায় সমিতির অসাধু সদস্য কর্তৃক সমিতির সম্পদ ও মূলধন ব্যক্তি স্বার্থে ব্যবহার এবং বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে সদস্যদের নিকট হতে আমানত সংগ্রহ এবং আমানত ফেরত প্রদান না করে প্রতারণা করার সুযোগ যাতে না পায় সেজন্য আইনী দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাসকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং যুগোপযোগী আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা।

ঘ) সমবায় সমিতিসমূহকে টেকসই ও উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতিতে রূপান্তরের জন্য সমিতির নেতৃবৃন্দদেরকে স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পরিচালনা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে জ্ঞানদান ও দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে সেজন্য উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্ধ প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়াও সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও আর্থিক প্রণোদনা প্রদান আবশ্যক।

সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মানুষের কল্যাণ করাই তাঁর সরকারের লক্ষ্য এবং এ জন্য সমবায়কে গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন, আমরা মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছি কিন্তু নিজের জীবন-জীবিকাকে উন্নত করার প্রত্যেক মানুষেরও আলাদা একটা চিন্তা থাকতে হবে। সে ক্ষেত্রে এই কাজগুলো করার সুযোগ আমরা করে দিতে চাই।

শেখ হাসিনা বলেন, তাঁর সরকার প্রত্যেকটি সেক্টরকেই বেসরকারি খাতে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। যার প্রধান লক্ষ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি। সে ক্ষেত্রে আমাদের কৃষি উৎপাদন ও মানুষের জীবন-জীবিকার জন্য সমবায় একান্তভাবে অপরিহার্য। কারণ, এতটা ঘন বসতির দেশে সমবায়ই আমাদের অনেক সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। কাজেই সেদিকে লক্ষ্য রেখেই সমবায় আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করতে হবে।

তিনি উপজেলা পর্যায়ে দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম বিস্তৃত করায় সমবায় অধিদপ্তরকে ধন্যবাদ জানান। কারণ, এর ফলে প্রায় ৫ হাজার পরিবার উপকৃত হবে। শিশুরা যেমন দুধ খেতে পারবে তেমনিভাবে বয়োবৃদ্ধদেরও পুষ্টির সংস্থান হবে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

বিতরণ ও আলোচনা সভায় ২০১৮

প্রতিপাদ্য: ''বঙ্গবন্ধুর দর্শন সমবায়ে উন্নয়ন''

৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২২ উপলক্ষে

সমবায় র‍্যালি

আনন্দ উৎসব পরিবেশে 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে খাগড়াছড়িতে ৫১ তম জাতীয় সমবায় দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে খাগড়াছড়ি পৌরসভার মাঠ প্রাঙ্গণ থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালী বের করা হয় -অরণ্যবার্তা

খাগড়াছড়িতে জাতীয় সমবায় দিবস পালিত

স্টাফ রিপোর্টার্স

আনন্দ উৎসব পরিবেশে বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে খাগড়াছড়িতে ৫১ তম জাতীয় সমবায় দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে খাগড়াছড়ি পৌরসভার মাঠ প্রাঙ্গণ থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালী বের হয় র‍্যালীটি জেলা শহরে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে অফিসার্স ক্লাবে পৌছে শেষ হয়। অফিসার্স ক্লাব সামনে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে জাতীয় পতাকা উত্তলণ, শান্তির পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে দিবসটি উদ্বোধন করা হয়।

জেলা পরিষদ, সমবায় বিভাগ ও সমবায়ীবৃন্দ আয়োজনে অফিসার্স ক্লাব মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মংসুই ক্রু চৌধুরী সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শরনার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্স চেয়ারম্যান কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা এমপি।

মো. বেলাল হোসাইন সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা টিটন খীসা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নাজমুন আরা সুলতানা, সমবায় বিভাগ আহ্বায়ক ও জেলা পরিষদ সদস্য নিলোৎপল খীসা, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ মো. শানে আলম, উদ্যোক্তা নিপু ত্রিপুরা।

অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জিনিয়া চাকমা, জেলা পরিষদ সদস্য কল্যাণ মিত্র বড়ুয়া, আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক দিদারুল আলম দিদার, জেলা পরিষদ সদস্য পার্থ ত্রিপুরা জুয়েল, জেলা সমবায়ী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন খাগড়াছড়ি জেলা সমবায় কর্মকর্তা আশীষ কুমার দাশ। আলোচনা সভা শেষে ১৫ টি সফল সমবায় সমিতির মাঝে সম্মাননা স্মারক ক্রেস্ট বিতরণ করা হয়।

খাগড়াছড়িতে ৫১ তম জাতীয় সমবায় দিবস জেলা পরিষদ, সমবায় বিভাগ ও সমবায়ীদের আয়োজনে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মংসুই ক্রু চৌধুরী। প্রধান অতিথি ছিলেন শরনার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্স চেয়ারম্যান কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা এমপি -অরণ্যবার্তা

ঙ) সমবায় খাতের প্রয়োজনায় অখায়ন ।নাশ্চত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রায় সমবায় ব্যাংককে তফসালা ব্যাংকে রূপান্তর এবং ব্যাংকের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

চ) সমবায় খাতের উন্নয়নে সরকারের বাজেট ব্যবস্থাপনায় সমবায় খাতে সুনির্দিষ্ট অর্থের সংস্থান নিশ্চিত করা।ছ) বাংলাদেশের সংবিধানে মালিকানা খাত হিসেবে (অনুচ্ছেদ ১৩ খ) স্বীকৃত সমবায় খাতকে সরকারী উন্নয়ননীতি বাস্তবায়নে অন্যতম প্রায়োগিক পদ্ধতি হিসেবে সম্পৃক্ত করা।

জ) সম্ভবনাময় ক্ষেত্রে "সরকার সমবায় অংশীদারিত্ব" এর (Public Cooperative partnership) ভিত্তিতে আর্থ সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ।

ঝ) সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান।

ঞ) সমবায়ের সকল কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা।

ট) সর্বোপরি সমবায় অধিদপ্তরকে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার পরিবর্তে উন্নয়নমুখী সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।